''হোলিহংসের বিশেষত্ব''

আজ বাপদাদা, যিঁনি সব বাচ্চাকে বিশেষ আত্মা বানিয়েছেন, তাদের প্রত্যেক হোলিহংসের বিশেষত্ব দেখছেন। ঠিক যেমন, হংসের নির্ণয় শক্তি আর পরখ করার শক্তি বিশেষ হয়, আর সেইজন্য তাদের গ্রহণ করার শক্তিও বিশেষ হয়, যে কারণে মুক্তো আর কাঁকর দুটোকেই পরখ ক'রে তারপরে নির্ণয় করে, নির্ণয়ের পরে মুক্তো গ্রহণ করে আর কাঁকর-পাথর পরিহার করে। সুতরাং, পরখ করা, নির্ণয় করা আর গ্রহণ করা অর্থাৎ ধারণ করা - তিন শক্তির বিশেষত্বের কারণে সঙ্গমযুগী সরস্বতী মায়ের বাহন হিসেবে হংসকে দেখানো হয়েছে। তাইতো, এক সরস্বতী মায়ের স্মারক নয় বরং মা সমান হওয়া জ্ঞান-বীণা বাদিনী তোমরা সবাই। এই জ্ঞান ধারণ করার জন্যও এই তিন বিশেষত্ব অতি আবশ্যক। তোমরা সবাই ব্রাহ্মণ জীবন ধারণ করতেই জ্ঞান দ্বারা, বিবেক দ্বারা প্রথমে পরখ করার শক্তির আধারকে চিনেছ, নিজেকে নিজে চিনেছ, সময়কে চিনেছ, নিজের ব্রাহ্মণ পরিবারকে চিনেছ, আপন শ্রেষ্ঠ কর্তব্যকে চিনেছ; তার পরে নির্ণয় করেছ, তবেই ব্রাহ্মণ জীবন ধারণ করেছ। ইঁনি সেই কল্প পূর্বের অসীম জগতের পিতা, পরম-আত্মা, আমিও সেই একই কল্পের শ্রেষ্ঠ আত্মা, অধিকারী আত্মা - এটা পরখ করার পর নির্ণয় করেছ। বাবাকে যতক্ষণ না পরখ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্ণয় করতে পারে না। অনেক আত্মাই এখনও তোমাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে আছে, খুব ভালো- খুব ভালো বলতে থাকে, কিন্তু পরমাত্মাকে চিনতে পারার এবং পরখ করে বুঝে নেওয়ার শক্তি না থাকার কারণে নির্ণয় করতে পারে না যে কী করতে হবে এবং কী হতে হবে ! সেইজন্য ব্রাহ্মণ জীবন ধারণ করতে পারে না। সহজযোগী তো হয় কিন্তু নিজের সহজ যোগী-জীবন বানাতে পারে না। কারণ দু'টো শক্তিই অনুপস্থিত, সেইজন্য হোলিহংস হতে পারে না। পবিত্রতা রূপী মুক্তো আর অপবিত্রতা রূপী কাঁকর - এই দুইকে আলাদা মনে করে না। সেই কারণে পবিত্রতার শক্তি গ্রহণ করতে তারা অপারগ (অক্ষম)। তো হোলিহংসের বিশেষত্ব হ'ল - প্রথম শক্তি 'পরখ করার' অর্থাৎ সঠিক ভাবে চিনতে পারা। তোমরা সব হোলিহংসের মধ্যে এই দুই শক্তি তো আছে না? কারণ বাবাকে তোমরা জেনেছ, তোমরা নিজেকে জেনেছ, নির্ণয়ও ঠিক করেছ, তবে তো ব্রাহ্মণ হয়েছ আর এগিয়ে চলেছ। এই বিষয়ে তো অবশ্যই সবাই পাস হয়ে যাও। কিন্তু যখন সেবা করো এবং কর্মে আসো, সারাদিনের দিনচর্যার কর্মে যখন সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসো, তখন এই সকল ক্ষেত্রে সব কর্মে যেন সফলতার অনুভব থাকে এবং তোমাদের সাথে সম্পর্কে এসে সব সম্বন্ধের আত্মার যেন সদা সফলতার অনুভব থাকে। যে কোনো ধরনের সেবা তা' মন্সা-বাচা-কর্মণা যেটাই কর, তিনটেতেই সদা যেন সফলতা অনুভব হয়, তারও আধার 'পরখ করার শক্তি' আর 'নির্ণয় করার শক্তি'। এতে কি তোমরা ফুল পাস হয়েছ?

সেবায় এবং সম্পর্কে সদা সফল না হওয়ার কারণকে চেক করো - কার্যকে, ব্যক্তিকে, আত্মাকে পরখ করার শক্তিতে তারতম্য হয়ে যায়। বিধিসম্মতভাবে যে আত্মার যে সময়ে যে সহযোগ প্রয়োজন অথবা যে উপদেশ প্রয়োজন, স্নেহ প্রয়োজন, সেই সময় যদি পরখ করার শক্তি প্রখর হয়, তবে অবশ্যই সম্বন্ধে সফলতা প্রাপ্ত হবে। কিন্তু কী হয়, যে আত্মার যে সময়ে যে ধরনের সহযোগের প্রয়োজন, সেটা না দিয়ে কিংবা না পরখ করতে পারার কারণে নিজের যুক্তিতে তাকে সহযোগ দিয়ে থাকো বা নিজের পছন্দের বিধিটিকে অবলম্বন করে থাকো। সেইজন্য সন্তুষ্টতার সফলতা হয় না। যেমন, শারীরিক অসুস্থতা পরখ করার বিধি যদি ডাক্তার না জানে তাহলে কী হয়? ঠিক হওয়ার পরিবর্তে একটা থেকে আরও অনেক রোগের জন্ম হয়ে যায়। পেশেন্টের সন্তুষ্টতার সফলতা লাভ হয় না। যাকে সাধারণ কথায় বাপদাদা বলেন প্রত্যেকের নাড়ি বুঝে নাও। নিজের এগিয়ে চলার সঙ্গে অন্যকে এগিয়ে নিয়ে চলাও আবশ্যক। তাহলে, কী করতে হবে? চিনে নেওয়া অর্থাৎ পরখ করার শক্তিকে জোরালো করতে হবে। এতেই ফারাক হয়ে যায়, সাধারণ ভাষায় তোমরা যেটা বলো - হ্যান্ডলিং করার ফারাক। এই রকমই তো বলো, তাই না - এনার হ্যান্ডলিং পুরানো, এনার নতুন... । এই তারতম্য কেন হ'ল? কারণ, প্রতিটি মুহূর্ত প্রত্যেক আত্মাকে এবং প্রতিটি কার্যকে পরখ করার শক্তির প্রয়োজন। সমগ্রভাবে, তোমাদের পরখ করার শক্তি এসে গেছে, কিন্তু আরও বিশদ ভাবে পরখ করার অসীম শক্তির আবশ্যকতা আছে - সেই সময়ে আত্মার গ্রহণ করার শক্তি কতটা আছে, বায়ুমন্ডল কেমন এবং সেই আত্মার শোনার বা পরামর্শ নেওয়ার মুড কেমন... ! যেমন, যদি দুর্বল শরীরের কেউ হয় আর তাকে বেশি বেশি করে শক্তির ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কী অবস্থা হবে? তার তো হার্টফেল হয়ে যাবে, শান্তিতে চলে যাবে। একইরকমভাবে, তোমাদের সম্বন্ধে আসা কোনো আত্মা যদি দুর্বল হয়, আত্মায় সামর্থ্য না থাকে আর তুমি তাকে শিক্ষার ডোজ দিতে যাচ্ছ, অথচ তুমি তার মুড, সময়, বায়ুমন্ডল পরখ করতে পারনি, তো রেজাল্ট কী হবে? এক তো নিরাশ হয়ে যাবে এবং শক্তি না হওয়ার কারণে কোনকিছু গ্রহণ

করতে পারবে না, আরও জেদী হয়ে যাবে এবং নিজেকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য উতলা হয়ে উঠবে। তুমি তো ভালো ভাবনা থেকে করেছ কিন্তু সফলতা না পাওয়ার কারণ হ'ল পরখ করার আর নির্ণয় করার শক্তি কম, সেইজন্য সফলতামূর্তি হওয়াতে পার্সেন্টেজ হয়ে যায়। সুতরাং সারাদিনের কর্ম আর সম্বন্ধে পরখ করার শক্তি আবশ্যক, তাই না ! সেইজন্য উপদেশ বা পরামর্শ যদিও বা দাও, সেই ব্যাপারে সবটা কিন্তু পরখ ক'রে তারপরে পদক্ষেপ কর। একইভাবে, সেবার ক্ষেত্রেও যদি আত্মাদের আবশ্যকতা আর ইচ্ছা পরখ না ক'রে যতই ভালো জ্ঞান দাও, যতই পরিশ্রম কর কিন্তু সফলতা প্রাপ্ত হবে না। "ভালো-ভালো" বলা তো একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে, কারণ তোমরা তো কোনো খারাপ কথা বলোও না। কিন্তু তোমরা যে সফলতার লক্ষ্য রাখ, তা'তে সমীপ অনুভব করতে পরখ করার শক্তি অতি আবশ্যক। যেমন কেউ মুক্তির জন্য ইচ্ছুক আর তুমি তাকে জীবনমুক্তি আর মুক্তি দুটোই দিয়ে দাও তো সে উৎসাহ পাবে না। জলের জন্য পিপাসার্তকে যদি ৩৬ প্রকারের ভোজনও দাও, তবুও সে এক ফোঁটা জলেই সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং মুক্তির ইচ্ছুককে পরখ ক'রে

যদি তাকে মুক্তি বিষয়ে স্পষ্ট করে দাও, তবে তার ইচ্ছাও বাড়বে আর জীবনমুক্তিতে পরিবর্তনও হয়ে যাবে। ধারণার বিষয়ে কারও কারও শুনতে ভালো লাগে, যদি তোমরা ৫০০০ বছরের কল্পের বা গীতার ভগবান কে তাদেরকে বলতে শুরু ক'রে দাও তো তাদের ইন্টারেস্ট আরোই হারিয়ে যাবে, সেইজন্য সেবাতেও আত্মার স্থিতি বা তার আস্থা কতটা আছে, সেটা পরখ করা আবশ্যক। তাহলে, সেবাতে কোন্ শক্তির আধারে সফলতা হয়েছে? পরখ করার শক্তির প্রয়োজন। অজ্ঞানী আত্মাদের সেবা হোক, অথবা সেবা-সাথীদের সেবা - উভয় ক্ষেত্রেই সফলতার আধার একই। অতএব, সর্বাগ্রে পরখ করার শক্তি বাড়াও - এটাই হোলিহংসের বিশেষত্ব। পরখ করার শক্তি যদি যথার্থ হয়, শ্রেষ্ঠ হয় তবে নির্ণয়ও যথার্থ হবে, আর তোমরা যাকে যা দিতে চাও তা' গ্রহণ করার শক্তি তার মধ্যে আপনা থেকেই হবে। আর তোমরা কী হয়ে যাবে? নম্বর ওয়ান সফলতামূর্তি। সুতরাং সেবাতেই হোক, কিম্বা সম্বন্ধের ক্ষেত্রে লক্ষ্য প্রাপ্ত করার জন্য এই লক্ষণ ধারণ কর।

সুতরাং সারাদিন ধরে এটাই চেক কর - সারাদিনের দিনচর্যায় পরখ করার শক্তি কতদূর পর্যন্ত যথার্থ ছিল এবং কোথায় কারেকশন-অ্যাডিশন করার প্রয়োজন রয়েছে। সেটা করার পর, অবশ্যই আপনা-আপনি কারেকশন হয়, কারণ দিব্য বুদ্ধির বরদান সকলের প্রাপ্ত হয়ে আছে। যদি তোমরা যে কোনো সমস্যার বশ, সময় বা পরিস্থিতির বশ, অথবা কিছু আত্মার সঙ্গবশ বা মায়ার দ্বারা মনমতের বশ হও, তার মানে তোমরা সেই সময় অনেক বাহ্য প্রভাবে পরবশ হয়ে যাও। কিন্তু সময়, পরিস্থিতি, সঙ্গের প্রভাব, মনমতের প্রভাব যখন হালকা হয়ে যায়, তখন দিব্য বুদ্ধি নিজের কাজ করে। যাকে তোমরা বলো, আন্তরিক বল দ্বারা চেতনা ফিরে আসা। তারপরে উপলব্ধি হয় যে এটা কারেকশন বা অ্যাডিশন হওয়া উচিত ছিল, অথবা সেটা করতে হবে। কিন্তু রেজিস্টার-এ বা কর্মের হিসেবের খাতায় দাগ নয়, কিন্তু বিন্দু তো পড়ে গেল, একদম পরিছন্ন তো থাকল না, সেইজন্য বলা হয়ে থাকে, 'কর্মের লীলা (খেলা/গতি) অতি গুহ্য' ।

টিচার্স তো কর্মের লীলা ভালোভাবে জেনে গেছ, তাই না ! টিচার্স সারাদিন কোন্ গীত গায় - "বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ কর্মের লীলা", কর্মের গহন গতির লীলা নয়, শ্রেষ্ঠ কর্মের লীলা। দুনিয়ার লোকে তো সব কর্মে, প্রতি পদে কর্মকেই দোষারোপ করতে থাকে - হায় আমার কর্ম ! তোমরা বলবে - "বাঃ শ্রেষ্ঠ কর্ম !" এখন এই বিষয় থেকে আরো এগিয়ে যাও, সদা শ্রেষ্ঠ কর্মের বাহবা হোক, সাধারণ কর্ম নয়। কর্মকে দোষারোপ করা তো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কর্ম হবে - এতে তোমাদের আন্ডারলাইন করতে হবে। যদি মিক্স কর্ম হয় - সাধারণও হ'ল আবার শ্রেষ্ঠও হ'ল তাহলে সফলতাও মিক্স হয়ে যায়। এখন এই বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে হবে যে, সাধারণ ভাবকে বিশেষত্বে পরিবর্তন করবে। এই বিষয়েও বাপদাদা পরে কখনো বলবেন যে, প্রত্যেকের প্রতিদিনের দিনচর্যায় তিনি কী কী দেখেন? সাধারণ কতটা আর বিশেষত্ব কতটা - এই রেজাল্ট দেখতে থাকেন।

বাপদাদার কাছে দেখার এত উপায় আছে যার দ্বারা একই সময়ে দেশ-বিদেশের সব বাচ্চাকে দেখতে পারেন। আলাদা আলাদা ভাবে দেখার দরকার হয় না, ৫ মিনিটে সবার সম্বন্ধে জানতে পারেন। বাচ্চাদের "বাং বাঃ"র গীতও তিনি গেয়ে থাকেন, সেইসঙ্গে তাঁর সমান হওয়ার এইম অর্থাৎ লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে চেকও করেন। পূর্বেও তো শুনিয়েছিলাম যে বাবার প্রতি স্নেহ অথবা বাবাকে উপলব্ধি করা এতে সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছো আর কখনও কখনও তো তোমরা চমকপ্রদ কাজও করে থাকো। চমৎকারভাবে করো, উশৃঙ্খলতা সহ চমৎকার নয়। কোনো কোনো বাচ্চা বিশৃঙ্খলাও সুনিপুণভাবে করে, তাই নয় কি! তাতে শৃঙ্খলার অভাব থাকে, কিন্তু বলে - এটা আমাদের চমৎকার (কামাল) । সেই জন্য বাপদাদা বলেন - পরখ করার শক্তি বাড়াও। নিজেদের কর্মকেও পরখ করতে পারবে আর অন্যদের কর্মকেও যথার্থভাবে পরখ করতে পারবে। তখন আর ভুলকে ঠিক বলবে না। এটা পরখ শক্তির অভাব। আর একটা বিষয় সদা স্মরণে রাখ; বাবা

সবাইকে বলছেন - কখনো এমন কোনো ব্যর্থ বা সাধারণ কর্ম করলে আর নিজেরটা নিজেই বুঝতে পারলে না যে এটা রাইট নাকি রং, তাই যখন এমন পরিস্থিতি আসে, তখন তোমরা বশীভূত হয়ে যাও । সেই সময় এমন পরিস্থিতিতে সফলতা প্রাপ্ত করার বিধি কী? কেননা, সেই সময় নিজের বুদ্ধি তো বশীভূত। সেই কারণে তোমরা যেটা রাইট সেটাকে রং মনে কর, আর যেটা রং সেটা রং বলে মনে করো না। তারপরে আবার জিদ করবে কিংবা কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। এই লক্ষণ হ'ল বশীভূত বুদ্ধির। এই রকম সময়ে বাপদাদার শ্রেষ্ঠ মত স্মরণে রাখ, যাদেরকে বাবা নিমিত্ত বানিয়েছেন, সেই নিমিত্ত আত্মারা যা ডিরেকশন দেন, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সেই সময় এটা ভেবো না যে, যে নিমিত্ত হয়েছে সে অন্যের কথায় তোমাকে বলছে, এখানেই তোমরা সংশয়ে পড়ে কর্তব্য- অকর্তব্য স্থির করতে পার না। নিমিত্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মার দ্বারা যে শিক্ষা বা ডিরেকশন পাও, সেই সময় সেটাকে গুরুত্ব দিলে, যদি কোনো খারাপ ব্যাপারও হয়ে থাকে তো তোমাদের দায়িত্ব থাকে না। যেমন ব্রহ্মা বাবার ক্ষেত্রে বাবা সবসময় বলেন যে, যদি ব্রহ্মার দ্বারা কোনো ভুলও হয় তাহলে সেই ভুলও পরিবর্তন হয়ে তোমাদের জন্য ঠিক হয়ে যাবে। সুতরাং নিমিত্ত হওয়া এমন আত্মাদের প্রতি কখনও এই ব্যর্থ সঙ্কল্প ওঠা উচিত নয়। মনে কর, নিমিত্ত আত্মা কোনো এমন রায় তোমাকে দিয়েছে যা তোমার ঠিক মনে হয়নি, কিন্তু এতে তোমার দায়িত্ব নেই, তোমার পাপ হবে না। তোমার কাজ ঠিক হয়ে যাবে কারণ বাবা বসে আছেন। বাবা, পাপকে পরিবর্তন করে দেবেন। এ' হলো গুহ্য রহস্য। গুপ্ত মেশিনারি। সেইজন্য নিমিত্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদের শ্রেষ্ঠ ডিরেকশন গুরুত্বের সাথে কার্যে লাগাও। এতে তোমাদের লাভ, লোকসানও লাভে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এ' হলো বাবার গ্যারান্টি। বুঝেছ? সেইজন্য তোমাদের শুনিয়েছি যে কর্মের লীলা বড় বিচিত্র। বাবার দায়িত্ব। যাকে তিনি নিমিত্ত বানিয়েছেন তারও দায়িত্ব বাবার। তোমাদের পাপ পরিবর্তন করার দায়িত্বও বাবার। অকারণে তাদের নিমিত্ত বানানো হয়নি, ভেবে-চিন্তে ড্রামার ল' অনুসারে তাকে নিমিত্ত বানানো হয়েছে। বুঝেছ !

টিচারদের ভালো লাগে (বাবা যা বলেন), তাই না ! এটাই লাভদায়ক, বোঝা হালকা হয়ে গেছে। যা কোনকিছু আসবে তো বলবে - নিমিত্ত হওয়া বড়রা জানে। হালকা হয়ে গেছ, হয়েছ না ! কিন্তু শুধুমাত্র বলার জন্য নয়, বরং এইভাবে তোমাদের স্নেহের সাথে এবং স্ব-মানের সাথে বুঝতে হবে। এই গুহ্য বিষয় বাবা জানে আর যারা বুঝদার বাচ্চা তারা জানে। নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের সম্বন্ধে কিছু বলা অর্থাৎ বাবার সম্বন্ধে বলা। নিমিত্ত বাবা তোমাদের বলেছেন, তাই না ! পরখ করার শক্তি কী বাবার থেকে বেশি তোমাদের আছে?

সব বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার অতি স্নেহ রয়েছে। এমন নয় যে, শুধু নিমিত্ত হওয়া, তাদের জন্যই তাঁর স্নেহ রয়েছে, অন্যদের প্রতি নেই। ইনিও ভালোবাসার কারণেই ডিরেকশন দেন। ভালোবাসা যদি না থাকত তো বলতেন - যেমন চলছে, সেভাবেই চলতে দাও। যখন এতটা

সাহস রেখেছ আর ব্রাহ্মণ জীবন অনুসরণ করে চলেছ, উড়ছ, তো সামান্য একটু দুর্বলতাই বা কেন থেকে যাবে ! এটা হলো ভালোবাসা। যার প্রতি ভালোবাসা থাকে তার দোষ ত্রুটি সহন করা যায় না। এটা হলো ভালোবাসার লক্ষণ। যার প্রতি হৃদয়ের প্রকৃত ভালোবাসা থাকে তার দুর্বলতা নিজস্ব দুর্বলতা মনে হয়। আচ্ছা।

কোনো কার্য যদি করো, তবে কখনো কোনো অস্থিরতার বাতাবরণের প্রভাবে এসো না। যদি নিজের প্রভাব বিস্তার করো, তারা তোমার প্রভাবে এসে যাবে এবং হৃদয় থেকে এটাই বেরোবে যে, সফলতা আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। সাহস অনেক মহত্বপূর্ণ। কখনো কোনো বিষয়ে ঘাবড়ে যেও না। তোমরাও হাজার ভুজধারী। বাবার হাজার ভুজসকল তোমাদেরই তো হয়েছে, হয়েছে না ! আচ্ছা -

চারিদিকের সদা পরখ করার শক্তির বিশেষ আত্মাদের, সদা সব কর্ম আর সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ সফলতা প্রাপ্তকারী সফলতামূর্ত আত্মাদের, সদা সাহস আর শুভভাবনা এবং শুভকামনার দ্বারা পরিবর্তনকারী শক্তিশালী আত্মাদের, সদা "বা আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম"- এর খুশির গীত গাওয়া বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদানঃ- শান্তির শক্তির দ্বারা, সংস্কার মিলন দ্বারা সর্ব কার্য সফল করে সদা নির্বিঘ্ন ভব

তারাই সদা নির্বিঘ্ন থাকতে পারে যারা সী ফাদার, ফলো ফাদার করে। সী সিস্টার, সী ফাদার করাতেই চঞ্চলতা আসে, সেই জন্য এখন বাবাকে ফলো করে বাবা সমান সংস্কার বানাও, তাহলে সংস্কার মিলনের রাস করতে করতে সদা নির্বিঘ্ন থাকবে। শান্তির শক্তির দ্বারা অথবা শান্ত থাকলে, যত বড় বিঘ্নই হোক সহজে সমাপ্ত হয়ে যায় এবং সব কার্য আপনা থেকেই সম্পন্ন হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- ত্রিকালদর্শী সে-ই, যে কোনো বিষয়কে এক কালের দৃষ্টিতে দেখে না, সব বিষয়েই কল্যাণ মনে করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;